২১ ডিসেম্বর, ২০২৫

হাদি হত্যা মামলায় পলাতক আসামি ফয়সালের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সংগৃহীত ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল দাউদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত। মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির অংশ হিসেবে রোববার (২১ ডিসেম্বর) তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জুনায়েদ এ আদেশ প্রদান করেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির মতিঝিল জোনাল টিমের পরিদর্শক ফয়সাল আহম্মেদ আদালতে দাখিল করা আবেদনে জানান, গোপন সূত্র ও গোয়েন্দা নজরদারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এজাহারনামীয় পলাতক আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল দাউদ যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এমন আশঙ্কার প্রেক্ষিতে তার পলায়ন ঠেকাতে স্থলবন্দর, নৌবন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশের সব ইমিগ্রেশন পয়েন্টে সতর্কতা জারি করা জরুরি হয়ে পড়ে।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করলে মামলার তদন্ত ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতায় পড়তে পারে। তাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার স্বার্থে আদালতের মাধ্যমে তার বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাদির মৃত্যু হলে মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয়, যা ঘটনাটিকে আরও গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় আনে।

এদিকে মামলাটি ঘিরে জনমনে নানা আলোচনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত আইজিপি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, হাদির ওপর গুলি চালানোর মূল অভিযুক্ত ফয়সাল ইসলামের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে যে তথ্য প্রচারিত হচ্ছে, তা কৌশলগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছড়ানো হতে পারে। তিনি আরও জানান, আসামির সর্বশেষ অবস্থান এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, সোর্স তথ্য এবং মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে গ্রেপ্তারে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আশা প্রকাশ করছে, দ্রুত সময়ের মধ্যেই আসামিকে আইনের আওতায় এনে মামলার তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।